দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 27 SEP 2007
পৃষ্ঠা ২২ কলাম ৩

সিরাজগঞ্জ ঃ উল্লাপাড়ার পাগলা গ্রামে হাসিনা বেগমের স্কুল —ইত্তেফাক

বানের পানিতে জনপদ ভাসলেও বন্ধ হয়নি সিরাজগঞ্জের পাগলা গ্রামের হাসিনার স্কুল

।। আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, বগুড়া ।।

যখন গ্রাম-জনপদ বানের পানিতে ভাসছে, অধিকাংশ স্কুল-মাদ্রাসা পানির নীচে, বন্ধ রয়েছে পানিতে নিমজ্জিত স্কুল-মাদ্রাসা তখনও বন্যার তাণ্ডবে বন্ধ করেনি উল্লাপাড়া উপজেলার পাগলা গ্রামের হাসিনা বেগমের হতদরিদ্র শিশুদের স্কুল। দুর্গম গাঁয়ের ৩৫ জন হতদরিদ্র পরিবারের শিক্ষা বঞ্চিত শিশুকে নিয়ে গড়া হাসিনা বেগমের স্কুল বন্ধ হয়নি। হাসিনা বেগম তার ৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে গ্রাম ছেড়ে দেড় মাইল ফাঁকে উত্তরাঞ্চল মহাসড়কের পাবনা বগুড়া সড়কের পাশে রানীনগরের এক ব্যক্তির উচু ভিটায় এসে আশ্রয় নেয়। রানীনগরে এসেও হাসিনা বেগম স্কুল খুলেছে।

১ম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত হতদরিদ্র ছাত্রদের লেখাপড়া শিখিয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি করাতেও হাসিনা বেগম সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। ব্রাক স্কুলে শিক্ষক হিসাবে হাসিনা বেগম প্রাপ্ত বেতনের অর্ধেকই খরচ করে তার স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। এই প্রলয়ঙ্করী বন্যার মধ্যে ছেলে-মেয়েদের স্কুলে আসা-যাওয়ার জন্য সে নৌকা ভাড়া করে দিয়েছে। উল্লাপাড়ার পাগলা গ্রামের হাসিনা বেগম ১৯৯৪ সালে পাগলা হাইস্কুল থেকে এসএসসি পাস করে আর লেখাপড়ায় আগাতে পারে নি। দরিদ্র পরিবারের সন্তান হাসিনা বেগম ১৯৯৬ সালে এলাকার ব্রাক স্কুলে কাজ করার অভিলাষ নিয়ে নিজ গ্রামে স্কুল চালু করে এবং সে স্কুলের শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পায়। পাগলা গ্রাম ছাড়াও পার্শ্ববর্তি গ্রামগুলোতেও হাসিনা বেগম দরিদ্র পরিবারকে সংগঠিত করে। প্রাইমারি স্কুলের ঝরে পড়া শিশুদের খুঁজে খুঁজে বের করে তাদের আবার স্কুলমুখী করেছে। ১২ বছরে হাসিনার স্কুল থেকে লেখাপড়া করে ১৫ জনেরও বেশী ছাত্র-ছাত্রী এসএসসি পাস করেছে।